দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ..2 9 JAN 1995 ... ..
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

2

শিক্ষা কেন সর্বজনীন হওয়া প্রয়োজন ?

মাহবুব আলম পল্লব

মানুষ এবং পশুর মধ্যে তফাত হচ্ছে মানুষ সৃষ্টিশীলতায়, প্রয়োজনের তাগিদে সমাজ পরিবর্তনে দক্ষ। কেবল মানুষই পারে নব নব প্রযুক্তি, উন্নততর কলা-কৌশল আয়ত্ত করে সমৃদ্ধ জীবন ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে। পশুদের সর্বোচ্চ উন্নত শক্তি অনুকরণ প্রক্রিয়া। মানুষও অনুকরণ করে তার স্বকীয়তা, মৌলিকত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজনীয়তায়। এসব গুণ অর্জনের সবচাইতে শক্তিশালী মাধ্যম শিক্ষা।

শিক্ষা কি? মানুষ তার জন্মলগ্ন থেকেই প্রকৃতির বৈরীতায় যুদ্ধ করতে শেখে। প্রথম প্রথম অপক্ব হাতে ফল-মূল কুড়িয়ে জীবিকা সংগ্রহ করে। এরপর হাতে তুলে নেয় তীর ধনুক। ঘায়েল করে হিংস্র জন্তু। পশুর চামড়া দিয়ে আব্রু রক্ষা ও শীতের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষা করে। চাষাবাদ ও পশুপালনের মধ্য দিয়ে মানুষ যাযাবরবৃত্তি ছেড়ে স্থিতিশীলতা নিয়ে আসে। ধাতু আবিষ্কারের পাশাপাশি নগর সভ্যতা গড়ে ওঠে। শিল্প, সাহিত্য, অনুসন্ধিৎসায় মানুষ হয়ে ওঠে মননশীল। যন্ত্র বিপ্লবকে কেন্দ্র করে মানুষ প্রবেশ করে আধুনিকতায়। এই দীর্ঘ পরিক্রমায় মানুষ বিভিন্ন সংঘাত সমঝোতার মধ্য দিয়ে যে বিপুল অভিজ্ঞতা লাভ করে তা-ই শিক্ষা। তবে শিক্ষা কেন সবাই পাচ্ছে না? এর কারণ দু'টি। এক. দীর্ঘ উষর পথ। দুই. সরকারসমূহের শিক্ষা সঙ্কোচন নীতি।

বাংলাদেশ তথা সমগ্র উপমহাদেশে শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় ইংরেজ শাসন আমলে। ইংরেজ সরকার নিজস্ব প্রয়োজনে তার তল্পীবাহনক্ষম এদেশীয় কিছু মানুষকে শিক্ষার সুযোগ দেয়। এরা দেশের চাইতে ইংরেজ সরকারকেই তুষ্ট করতে অহোরাত্রি পরিশ্রম করতো। এরপর দেশ ভাগের পর পাকিস্তানী সরকার প্রায় ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় একটি বৈষম্যমূলক, অবৈজ্ঞানিক ও অপূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা এদেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সরকারের নৈতিকতাবর্জিত শিক্ষাপদ্ধতি প্রণয়নের ফলে শিক্ষা পণ্যে পরিণত হয়। দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের শিক্ষাব্যবস্থায় সুস্পষ্ট বৈষম্য তৈরি হয়। শিক্ষাখাতে প্রয়োজনের তুলনায় অর্থ ব্যয় কম হওয়ায় গরিব শ্রমিক-কৃষক সমাজ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষার' কথা বললেও এটা স্রেফ ফাঁপা বুলিতে পরিণত হচ্ছে। কারণ 'সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়ন করতে হলে যত শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বইপত্র প্রয়োজন— সরকার তার যোগান দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

শিক্ষার এ ব্যবস্থার কারণে দেশের মানুষ যেমন উন্নত ব্যবস্থায় নিজেকে একাত্ম করতে ব্যর্থ হচ্ছে, তেমনি ভাবগত বা বস্তুগত কোন উৎপাদনই সম্পন্ন করতে পারছে না।

দেশের মানুষ যত না আধুনিক হচ্ছে, তার চাইতে অনেক বেশি পিছিয়ে যাচ্ছে। ফলে নান্দনিক ও সৃজনশীল বই, চলচ্চিত্র ও বিভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে না। আমরা চাই আলোকিত মানুষ। এক দুই নয়, হাজার হাজার, লাখ-লাখ; যারা ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদ বুঝতে সক্ষম হবে। বাঁচার তাগিদে ন্যায়সঙ্গত লড়াই গড়ে তুলবে। আর এজন্য চাই শিক্ষার সর্বজনীনতা। শিক্ষা হোক বিজ্ঞানভিত্তিক বৈষম্যহীন।